শিল্পোন্নয়নের হারে পতন

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী গত নভেম্বর মাসে এদেশে শিল্পবৃদ্ধির হার ছিল ৮.১ শতাংশ। ২০১৭ সালের তুলনায় এই হার ০.৫ শতাংশ কম

বাণিজ্য সংবাদ

আধুনিক এয়ারপোর্ট

বেঙ্গালুরু, ১১ জানুয়ারি ঃ কেম্পেগৌরা বিমানবন্দর আকারে আরও বড়ো এবং আধুনিক হতে চলেছে। বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণের জন্য বেঙ্গালুরু ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট লিমিটেড (বিআইএএল) ১৩ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা নিয়েছে। নতুন টার্মিনাল এবং দ্বিতীয় একটি রানওয়ে তৈরি করা এই পরিকল্পনার অঙ্গ। বিআইএএল-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হরি মারার জানিয়েছেন, অক্টোবর মাস নাগাদ দ্বিতীয় রানওয়েটি চালু হয়ে যাবে। ২০২১ সালে শেষ হবে নতুন টার্মিনাল তৈরির কাজ।

এভারেডি বিক্রি

কলকাতা ও মুম্বই, ১১ জানুয়ারি ঃ এভারেডি ইন্ডাস্ট্রিজ বিক্রি করতে উদ্যোগী হয়েছে বি এম খৈতান পরিচালনাধীন সংস্থা উইলিয়ামসন মেগর। বিক্রির প্রক্রিয়া তদারকির জন্য কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংককে নিয়োগ করা হয়েছে। এভারেডি ব্র্যান্ডের বয়স ১০০ বছরেরও বেশি। ১৯০৫ সাল থেকে এভারেডি ছিল ইউনিয়ন কার্বাইডের নিয়ন্ত্রণে। নয়ের দশকে ৩০০ কোটি টাকার বিনিময়ে এভারেডি কিনে নেয় খৈতানরা। তারা এখন অংশীদারের খোঁজে রয়েছে। এভারেডির ৩০ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করে দিতে আগ্রহী খৈতানরা।

কুম্ভ অ্যাপ

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি ঃ কুম্ভমেলায় যোগ দিতে গিয়ে পরিবারের সদস্য, পরিজন ও বন্ধুরা যাতে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রেখে চলতে পারেন, তার জন্য একটি অ্যাপ চালু করল রিলায়েন্স জিও। এই অ্যাপের ব্যবহারে মেলায় হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। জিও এব্যাপারে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে। ১৫ জানুয়ারি থেকে কুম্ভমেলা শুরু হবে, চলবে ৪ মার্চ পর্যন্ত। ৫৫ দিনব্যাপী ওই মেলায় অন্তত ১৩ কোটি তীর্থযাত্রী যাবেন বলে প্রশাসনের ধারণা। ওই অ্যাপের সাহায্যে এলাকার রুট ও ম্যাপ, ট্রেন ও বাসের সময়সারণি ছাড়াও অন্যান্য জরুরি তথ্যও পাওয়া যাবে।

সম্পদ বিক্রি

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি ঃ সুপ্রিমকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির তত্ত্বাবধানে আইএলঅ্যান্ডএফএস-এর সম্পদ বিক্রির সুপারিশ করেছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল' আপেলেট ট্রাইবিউনাল (এনসিএলএটি)। প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকার ঋণ পরিশোধের জন্য আইএলঅ্যান্ডএফএস-এর পরিচালন বোর্ড সম্পদ বিক্রির কথা বিবেচনা করছে।

দিল্লিতে বিজেপির জাতীয় পরিষদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী। – এএফপি

আজ মায়ার সঙ্গে যৌথ ঘোষণা

জোটের অঙ্ক তৈরি, বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ অখিলেশের

কনৌজ, ১১ জানুয়ারি ঃ ছাব্বিশ বছর আগে অযোধ্যা আন্দোলনের জেরে উত্তরপ্রদেশে বিজেপির বিজয়রথ থামাতে একজোট হয়েছিলেন সপা সুপ্রিমো মুলায়ম সিং যাদব ও বসপা সুপ্রিমো কাঁশিরাম। মুলায়ম-কাঁশিরাম জোটের কাছে পরাস্ত হয়েছিল গেরুয়া শিবির। ছাব্বিশ বছর পর বিজেপিকে ধাক্কা দিতে ফের একজোট হতে চলেছে সপা-বসপা। আগামীকাল লখনউয়ের একটি পাঁচতারা হোটেলে অখিলেশ যাদব ও মায়াবতী যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করে মহাজোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করবেন।

মহাজোটের ঘোষণায় বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে অখিলেশ জানান, মহাজোটের অঙ্ক ঠিক হয়ে যেতেই একের পর এক নির্বাচনে হারতে শুরু করেছে বিজেপি। শুক্রবার স্ত্রী ডিম্পল যাদবের লোকসভা কেন্দ্র কনৌজে একটি 'চৌপাল'-এ অংশ নিয়ে উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা সমাজবাদীরা ভেবেছিলাম উন্নয়নের নিরিখে অনেক এগিয়ে রয়েছি। কিন্তু আমাদের অঙ্ক মিলছিল না। যখন ওই অঙ্ক মিলে গেল তখন মুখ্যমন্ত্রী নিজের গোরখপুর আসনে বিজেপিকে জেতাতে পারলেন না। উপমুখ্যমন্ত্রী কেশবপ্রসাদ মৌর্যের আসনও (ফুলপুর) হাতছাড়া হল ওদের। এবার কীভাবে এই অঙ্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সেটাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের হাতে আগে আঠা ছিল না। কিন্তু বিজেপির দৌলতে এখন আমরা সেটা পেয়ে গিয়েছি।'

একটি সূত্র জানিয়েছে, আগামী লোকসভা ভোটে উত্তরপ্রদেশের ৮০টি আসনের মধ্যে সপা ও বসপা ৩৭টি করে আসনে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অজিত সিংয়ের আরএলডি-কে তিনটি ও কংগ্রেসকে দুটি আসন ছাড়তে চান মায়া-অখিলেশ। এই পরিস্থিতিতে আগামীকালের আনুষ্ঠানিক জোট ঘোষণাকে কেন্দ্র করে সপা-বসপা শিবিরে উত্তেজনা তুঙ্গে। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই জোটকে কটাক্ষ করে বলেছেন, 'নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেই সপা, বসপা জোট বাঁধছে। মানুষ সত্যিটা জানে। সেই অনুযায়ীই তারা ভোট দেবে।' সপা-বসপা মহাজোট সম্পর্কে আরএলডি সভাপতি অজিত সিং জানিয়েছেন, আমরা মহাজোটের সঙ্গেই রয়েছি। আসন নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। কংগ্রেসকে সঙ্গে নেওয়া হবে কি না সেব্যাপারে মায়াবতীজি ও অখিলেশজি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। কংগ্রেস অবশ্য মনে করে, তাদের বাদ দিয়ে জোট গড়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। রাহুল গান্ধিও জানিয়ে রেখেছেন, উত্তরপ্রদেশে তাঁরা সবাইকে চমকে দেবেন। কাজেই কংগ্রেসকে যেন হেলাফেলা করা না হয়।

এদিন চৌপালের পর একটি চ্যানেলকে সাক্ষাৎকার জেন অখিলেশ। সেখানে তাঁর সাফ কথা, 'সপা-বসপা জোট মোটেই অশুভ নয়। বসপা নেত্রী মায়াবতী দেশের পোড়খাওয়া নেত্রী। আমাদের মধ্যে আদর্শগত কোনো বিরোধ নেই। বিজেপিকে রুখতেই আমরা জোট করেছি। এটা মানুষের জোট। বিজেপির সঙ্গে টক্কর নেওয়ার মতো ক্ষমতা যে মহাজোটের রয়েছে সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।' তবে কংগ্রেস সম্পর্কে তিনি যে বিশেষ উৎসাহী নন সেটাও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। অখিলেশ বলেন, 'কংগ্রেসের জন্য আমরা দুটি আসন ছেড়েছি। কিন্তু তারা আমাদের জোটে যোগ দেবে কি না তা জানা নেই।' রাহুল গান্ধি বিরোধী মহাজোটের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে যোগ্য কি না সে প্রশ্নের জবাবে টিপু'র কৌশলী মন্তব্য, 'কে প্রধানমন্ত্রী হবেন সেটা লোকসভা ভোটের পরই ঠিক হবে। মানুষই ঠিক করবেন। আমি কারও যোগ্যতা নিয়ে বলার কে? আমার যোগ্যতা নিয়ে কেউ তো কিছু বলে না।' বেআইনি বালি খাদান মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত নিয়েও তিনি যে চিন্তিত নন সেকথা জানাতে ভোলেননি অখিলেশ।

> **সপা-বসপা জোট মোটেই অশুভ নয়। বসপা নেত্রী মায়াবতী দেশের পোড়খাওয়া নেত্রী। আমাদের মধ্যে আদর্শগত কোনো বিরোধ নেই। বিজেপিকে রুখতেই আমরা জোট করেছি।**
> – অখিলেশ যাদব

ট্রেনের ড্রাইভার পদে মহিলা নিয়োগ বন্ধের পরামর্শ

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি ঃ ট্রেন চালক, গার্ড, গ্যাংম্যান ইত্যাদি পদে ভবিষ্যতে মেয়েদের নিয়োগ নাও করা হতে পারে। ওই সমস্ত পদের কাজ শুধু শ্রমসাধ্যই নয়, কাজের পরিবেশও মহিলাদের পক্ষে অনুকূল নয়। রয়েছে নিরাপত্তার অভাবও। তাই সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিতে মেয়েদের ঢোকার দরজা ভবিষ্যতে বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রেললাইন পরীক্ষা করা, ট্রেনচালনা এবং গার্ড-এর কাজে পরিবেশগত স্বাচ্ছন্দ্য পাচ্ছেন না মহিলা কর্মীরা। আছে নিরাপত্তার দুশ্চিন্তাও। এবিষয়ে মহিলা রেলকর্মীদের একটি প্রতিনিধিদল সম্প্রতি রেল দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছে। তাঁদের লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরই রেলবোর্ড বিষয়টি চিঠি দিয়ে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় কর্মীবর্গ ও প্রশিক্ষণমন্ত্রককে। চিঠিতে ড্রাইভার, গার্ড, গ্যাংম্যান এবং কুলি হিসেবে মহিলাদের নিয়োগ বন্ধ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। রেলবোর্ডের এক শীর্ষস্থানীয় কর্মী জানিয়েছেন, এক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়টিতেও। রেলের ট্রাফিক বিভাগের এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মী জানিয়েছেন, 'লিঙ্গ ভেদে কোনো বৈষম্য করে না রেল। কিন্তু রেলের কিছু ক্ষেত্রের কাজ ভয়ংকর কঠিন। রেলের কয়েকটি ক্ষেত্রে মেয়েদের কাজের উপযোগী পরিবেশ যে নেই, তা স্বীকার করেছেন ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ লোকো রানিং মেন অর্গানাইজেশন-এর কার্যনির্বাহী সভাপতি সঞ্জয় পান্ধি। তবে তিনি মহিলাদের বাদ দেওয়ার বিপক্ষে।

নারী ক্ষমতায়নের দুই চিত্র

গগনযান প্রকল্পে মহাকাশে মহিলা, বলল ইসরো

বেঙ্গালুরু, ১১ জানুয়ারি ঃ ২০২১ সালের মধ্যেই মানুষ সমেত মহাকাশ অভিযান করতে চলেছে ভারত। সবকিছু ঠিকঠাক চললে ২০২১-এর ডিসেম্বরে গগনযান মহাকাশের উদ্দেশে পাড়ি দেবে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো'র চেয়ারম্যান কে সিবান জানিয়েছেন, গগনযানের মাধ্যমে মহাকাশে পাঠানো হবে তিনজনকে। এ বারের মহাকাশ অভিযানে একজন মহিলা নভশ্চরকেও রাখার চেষ্টা হচ্ছে। শুক্রবার সিবান গগনযানের উড়ান এবং মহাকাশে অবস্থান নিয়ে সময়সূচি ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, এই অভিযানের আগে আগামী বছরের ডিসেম্বরে মানবহীন মহাকাশ অভিযান করছে ইসরো। গগনযানের মহাকাশ অভিযানের অঙ্গ হিসেবেই বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা করা হচ্ছে। তার পর ২০২১-এর জুলাই মাসে একই ধরনের মহাকাশ অভিযান হবে। তার পর মানুষ সমেত অভিযান হবে ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে। এই প্রকল্প সফল হলে মহাকাশে মানুষ পাঠানোর ক্ষেত্রে বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে ভারত। এই প্রকল্প রূপায়ণে ফ্রান্স ও রাশিয়া ভারতকে সাহায্য করবে বলে জানা গিয়েছে। গত বছর স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গগনযান অভিযানের কথা দেশবাসীকে জানান। সিবান বলেন, গগনযানের জন্য মহাকাশচারীদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ভারতেই হবে। তবে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে রাশিয়ায়। গগনযান মহাকাশে পাড়ি দেবে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা কেন্দ্র থেকে। আপাত ভাবে গগনযানই ইসরোর সবচেয়ে বড়ো বিষয় হলেও চলতি বছরের এপ্রিল নাগাদ দ্বিতীয় বার চন্দ্রাভিযানের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

মামলা খারিজ, গ্রেফতারির মুখে আস্থানা

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি ঃ অর্থ তছরুপের মামলায় মোটা টাকা ঘুস নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হতে পারে সিবিআইয়ের অপসারিত বিশেষ অধিকর্তা রাকেশ আস্থানাকে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রাক্তন সিবিআই অধিকর্তা অলোক ভার্মা যে এফআইআর দায়ের করেছিলেন তার ভিত্তিতেই তদন্ত হবে। এফআইআর বাতিলের দাবিতে আস্থানা যে মামলাটি করেছিলেন শুক্রবার সেটি খারিজ করে দিয়ে ওই নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার অলোক ভার্মাকে সিবিআই অধিকর্তার পদ থেকে সরিয়ে দেয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন নিয়োগ কমিটি। তাঁকে ডিজি দমকল ও হোমগার্ড বিভাগে বদলি করা হয়। ওই ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সিবিআই সংকটের দ্বিতীয় চরিত্র রাকেশ আস্থানার বিরুদ্ধে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশে স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা শুরু হয়েছে। দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি নাজমি ওয়াজিরি এদিন বলেছেন, রাকেশ আস্থানা এতদিন ধরে যে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা পাচ্ছিলেন সেটা আর পাবেন না।

শুধু আস্থানা নন, সিবিআইয়ের ডেপুটি সুপার দেবেন্দ্র কুমার ও মনোজ প্রসাদ নামে এক দালালের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। তাঁদের মামলাও খারিজ করে দেয় হাইকোর্ট। সিবিআই-কে আগামী ১০ সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। কংগ্রেস এই নির্দেশকে স্বাগত জানালেও তাদের খোঁচা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নয়ণের মণির বিরুদ্ধে সিবিআই নিরপেক্ষ তদন্ত করলে কী কী কঙ্কাল বেরোবে আমরা শুধু সেটুকুই কল্পনা করতে পারি। এদিন দিল্লি হাইকোর্ট বলে, একজন সরকারি চাকুরের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর মনে যে গভীর উদ্বেগ ও মানসিক চাপ তৈরি হয় সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এফআইআরে যে সমস্ত অভিযোগ তোলা হয়েছে সেগুলির তদন্ত করা উচিত। হায়দরাবাদের ব্যবসায়ী সতীশ বাবু সানার অভিযোগের ভিত্তিতেই রাকেশ আস্থানার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়। সতীশ অভিযোগ করেন, মাংস ব্যবসায়ী মইন কুরেশির বিরুদ্ধে অর্থ তছরুপের মামলা থেকে রেহাই পেতে ১৯৮৪-র ব্যাচের গুজরাট ক্যাডারের আইপিএস আস্থানাকে ২ কোটি টাকা ঘুস দিয়েছিলেন তিনি। এরপরই গত অক্টোবর মাসে আস্থানার বিরুদ্ধে দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেন অলোক ভার্মা। শুরু হয় তদন্ত। ভার্মার বিরুদ্ধে দুর্নীতিতে জড়িত থাকার পালটা অভিযোগ করেন আস্থানা। দুই শীর্ষ কর্তার নজিরবিহীন বিবাদে জড়িয়ে সিবিআইয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে আমজনতার মধ্যে। শেষমেশ গত ২৩ অক্টোবর মধ্যরাতে আস্থানা ও অলোক-দুজনকেই সরিয়ে দেয় কেন্দ্র।

বিজেপির জাতীয় পরিষদের বৈঠক

রামমন্দির নির্মাণে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ : অমিত শা

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি ঃ আজ বিজেপির জাতীয় পরিষদের বৈঠকে অমিত শা ঘোষণা করেন যে, রামমন্দির নির্মাণে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। অযোধ্যার বিতর্কিত স্থানেই রামমন্দির নির্মিত হবে। অমিত শা-র দাবি হল, বিজেপি রামমন্দির নির্মাণ করতে চাইছে। কিন্তু কংগ্রেস তাতে বাধা দিচ্ছে। সুপ্রিমকোর্টের রায়ের জন্যই আমরা অপেক্ষা করছি বলে জানান বিজেপি সভাপতি। তিনি বলেন, 'রায় বেরোনোর পর আমরা মন্দির নির্মাণের পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করব।' আগামী লোকসভা ভোটের আগে কর্মীদের উদ্দীপ্ত করার জন্য দু-দিন ব্যাপী জাতীয় পর্ষদের বৈঠক বসেছে দিল্লির রামলীলা ময়দানে। এই বৈঠকে উপস্থিত প্রায় ১২ হাজার প্রতিনিধির সামনে এই প্রথম রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে বিজেপির অবস্থান পরিষ্কার করলেন অমিত শা।

এই বৈঠকে দলের সভাপতি অমিত শা ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, 'যারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চৌকিদার বলে কটাক্ষ করছেন, তাঁদের হুঁশিয়ারি দিয়ে জানাচ্ছি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যথার্থ অর্থেই দেশের চৌকিদার।' দিল্লির রামলীলা ময়দানে জাতীয় পর্ষদের সভা থেকে বিরোধীদের উদ্দেশে তোপ দেগে অমিত শা বলেন, 'নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নতুন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে দেশ। বিরোধীরা সেই পথে বারবার বাধা দিচ্ছেন।' কংগ্রেসকে আক্রমণ শানিয়ে অমিত শা-র বক্তব্য হল, কংগ্রেস আমলেই নীরব মোদি, বিজয় মালিয়া, ললিত মোদিরা বহালতবিয়তে দেশে ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস বা ইউপিএ সরকার কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। এমন কী হল যে, মোদির আমলে এরা দেশ ছাড়তে বাধ্য হলেন! মনে রাখতে হবে, চৌকিদার মোদির তাসেই একে একে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে অর্থনৈতিক অপরাধে দুষ্ট অভিযুক্তরা। এই চৌকিদার কোনো চোরকে ছাড়বে না বলেও এদিন আশ্বস্ত করেন বিজেপি সভাপতি। বিরোধীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'বিরোধীরা মহাজোটের নামে যতই বিভ্রান্তি ছড়ান, ২০১৯ সালে শুধু লোকসভায় নয়, কেরল ও বাংলাতেও বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ের পতাকা উড়বে।'

এনআরসি নিয়েও মুখ খোলেন শা। তিনি বলেন, 'অসমে নাগরিকপঞ্জি চালু হয়েছে। শুধুমাত্র সেখানেই ৪০ লক্ষ মানুষকে অবৈধ বলে চিহ্নিত করা গিয়েছে।' মোদি সরকার ফের ক্ষমতায় এলে সারা দেশে এনআরসি চালু করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেন বিজেপি সভাপতি।

অমিত শা-র দাবি হল, নরেন্দ্র মোদি একাই একশো। একদিকে মোদি, অন্যদিকে বাকি সবাই একজোট হলেও মহাজোটের নামে বিভ্রান্তি ছড়ানো নেতারা জিততে পারবেন না। ২০১৯ সালে স্বামীজির স্বপ্নের ভারত গড়বেন মোদিজি। এনডিএ-র ৩৫টি দল মিলেই জয় ছিনিয়ে আনবে।

নয়াদিল্লিতে বিজেপির জাতীয় পরিষদের বৈঠকে অমিত শা বলেন, 'বিজেপি সরকার দেশের গরিব মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প রূপায়িত করেছে। এত বড়ো প্রকল্প সারা বিশ্বে নেই।' উচ্চবর্ণের জন্য সংরক্ষণ, জিএসটি, তিন তালাক, নোটবন্দি থেকে শুরু করে মোদি সরকারের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলির বর্ণনা করেন বিজেপি সভাপতি। গান্ধি পরিবারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বিজেপি সভাপতি বলেন, 'এতদিন পঞ্চায়েত থেকে সংসদ পর্যন্ত একটা পরিবারই ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেছে। দেশবাসী আর সেই পরিবারের হাতে দেশের ক্ষমতা তুলে দেবেন না।'

আগামীকাল প্রতিনিধিদের সামনে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জাতীয় পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এল কে আদবানি, মুরলীমনোহর যোশি, অরুণ জেটলি, রাজনাথ সিং সহ মন্ত্রীসভার সব সদস্য।

জিএসটি ছাড়ের কৃতিত্ব দাবি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি ঃ কংগ্রেসের চাপে মোদি সরকার জিএসটি কাঠামোয় রদবদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুক্রবার টুইট করে এমনই দাবি করেছেন কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম। বৃহস্পতিবার পণ্য ও পরিসেবা কর পরিষদের বৈঠক শেষে বাধ্যতামূলক ভাবে জিএসটিতে নথিভুক্তিকরণ ও কর দেওয়ার ক্ষেত্রে বার্ষিক ব্যবসার পরিমাণ দ্বিগুণ করার কথা ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। এতদিন বার্ষিক লেনদেন ২০ লক্ষ টাকা বা তার কম হলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার জিএসটিতে নথিভুক্ত হওয়া বা ওই কর দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল না। সেই সীমা বেড়ে ৪০ লক্ষ টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অর্থমন্ত্রক। অরুণ জেটলির ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প। চিদম্বরম জানিয়েছেন, 'যেসব রাজ্যে কংগ্রেসের সরকার রয়েছে সেখানকার অর্থমন্ত্রীরা জিএসটিতে ছাড়ের জন্য কেন্দ্রকে চাপ দিচ্ছিলেন। চাপে পড়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য সরকার যে ছাড় ঘোষণা করেছে সেজন্য কংগ্রেসের অর্থমন্ত্রীদের ধন্যবাদ।'

সংরক্ষণ তাসেই ক্ষমতায় ফিরবেন মোদি, পূর্বাভাস পাসোয়ানের

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি ঃ উচ্চবর্ণের সংরক্ষণ বিলই নরেন্দ্র মোদিকে ফের ক্ষমতায় ফেরাবে বলে মনে করেন বিজেপির শরিক দল লোক জনশক্তি পার্টির শীর্ষনেতা রামবিলাস পাসোয়ান। এই বিল এনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শেষ রাতে ওস্তাদের মার দিয়েছেন বলেই তিনি মনে করেন। তিনি বলেছেন, এই বিলটি এমনই যে, কংগ্রেস থেকে বাম কোনো দলই নীতিগত ভাবে এর বিরোধিতা করতে পারেনি। তারা যেসব আপত্তি তুলেছে, তা খুবই ছেঁদো, যা তারা জনসাধারণকে বোঝাতে পারবে না বলেই ধারণা পাসোয়ানের।

এলজেপির শীর্ষনেতার মতে, সংরক্ষণ বিলের আশীর্বাদেই বিহার এবং উত্তরপ্রদেশেও এনডিএ কামাল করবে। কেন্দ্রীয় ক্রেতাসুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী পাসোয়ান বলেন, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ সহ হিন্দি বলয়ে সংরক্ষণ বরাবরই খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশের অন্যান্য রাজ্যেও এই ইশ্যুটির বিপুল তাৎপর্য রয়েছে। এটা ঘটনা যে, দীর্ঘ দিন ধরে বঞ্চনার শিকার হয়েছেন উচ্চবর্ণের নিম্নবিত্ত ও গরিব মানুষ। সংরক্ষণের দেয়াল তাঁদের উন্নতির রাস্তা দুর্গম করে দিয়েছে। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ন্যায্য সুযোগসুবিধা পাননি। সেই কারণে তাঁদের মধ্যে যে ক্ষোভের আগুন জ্বলছে, তার তাপ কমানোর প্রয়োজন ছিল। সাধারণ শ্রেণির জন্য শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করে মোদি সরকার দীর্ঘদিনের একটি গণদাবিকে সম্মান জানিয়েছে। এর সুফল শাসক জোটের পাওয়া উচিত। পাসোয়ানের দাবি, নতুন সংরক্ষণ বিধি আসন্ন লোকসভা ভোটে যে ঝড় তুলবে, তাতে খড়কুটোর সঙ্গে বহু মহিরুহও ভেঙে পড়বে। এই সংরক্ষণ বিধির ফলে বিহারে লালুপ্রসাদ যাদবের দল বিস্তর বিপাকে পড়বে বলে ধারণা পাসোয়ানের। তিনি বলেন, সংরক্ষণ প্রশ্নে আরজেডি দু'ভাগ হয়ে যেতে বাধ্য। কারণ, রঘুবংশ প্রসাদ সিং বা জগদানন্দ সিংয়ের মতো যেসব উচ্চবর্ণের নেতা লালুপ্রসাদের দলে রয়েছেন, তাঁরা কী বোঝাবেন ভোটারদের? আরজেডি নয়া সংরক্ষণ বিলের বিরোধিতা করেছে সংসদে। কিন্তু নির্বাচনি প্রচারে গিয়ে সেই দলের নেতারা না পারবেন বিলের বিরোধিতা করতে, না পারবেন সমর্থন করতে। সংরক্ষণ বিল আরজেডির মতো বহু দলের পায়ের তলার মাটি সরিয়ে দিয়েছে বলেই মনে করেন এলজেপির শীর্ষনেতা। তাঁর মতে, এনডিএ-র বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দলের বিষোদ্গার ধোপে টিকবে না। উত্তরপ্রদেশে বসপা-সপা নিরুপায় হয়ে যে সুবিধাবাদী জোট তৈরি করেছে, তাও লোকসভা ভোটে জোর ধাক্কা খাবে বলে পূর্বাভাস পাসোয়ানের।

উচ্চবর্ণের সংরক্ষণ বিল পেশ করার আগে তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বা সরকারপক্ষের কোনো প্রতিনিধি কথা বলেছিলেন কি না জানতে চাইলে পাসোয়ানের সপাট জবাব, 'আমি তো বরাবর উচ্চবর্ণের জন্য ১৫ শতাংশ সংরক্ষণ দাবি করেছি। এটা তাঁরা যখন জানেন, তখন অযথা এ নিয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করবেন কেন?'

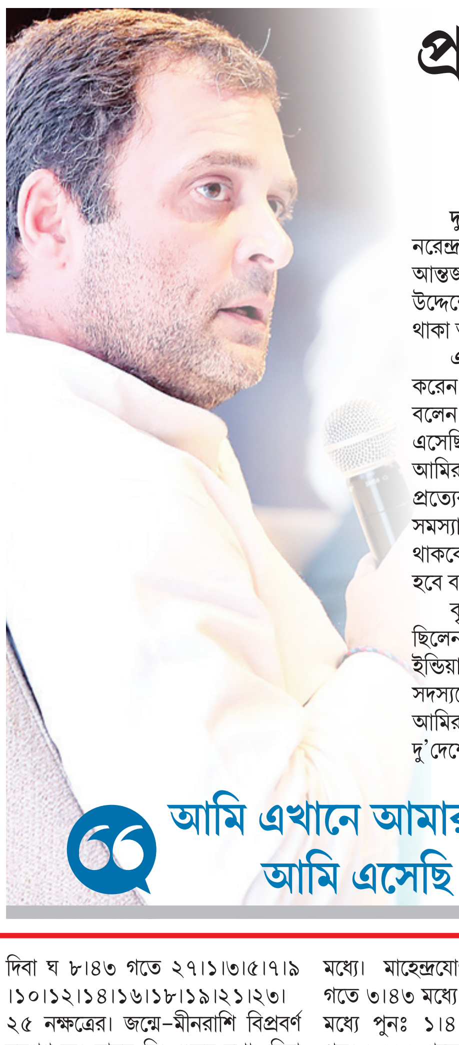

প্রবাসী ভোটের টানে দুবাইয়ে রাহুল

দুবাই, ১১ জানুয়ারি ঃ দেশের পর এবার বিদেশে গিয়েও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিঁধলেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সেখানে বসবাসকারী ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেন তিনি। মোদি জমানায় গত পাঁচ বছর ধরে চলতে থাকা অসহিষ্ণুতা নিয়ে সেখানে সরব হন রাহুল।

এদিন দুবাইয়ে জাবেল আলি শ্রমিক কলোনিতে পৃথক একটি সভা করেন তিনি। সেখানে বসবাসকারী ভারতীয় শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'আমি এখানে আমার 'মন কি বাত' করতে আসিনি। আমি এসেছি আপনাদের মনের কথা শুনতে।' রাহুল জানান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে কর্মরত প্রবাসী ভারতীয়রা দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন। প্রত্যেক ধর্ম, বর্ণ ও রাজ্যের নাম গৌরবান্বিত করেছেন। তাঁরা যে সমস্ত সমস্যার মধ্যে দিয়ে যান তা তিনি জানেন। তাঁদের পাশে তিনি সর্বদা থাকবেন। কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে অন্ধ্রপ্রদেশকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

বৃহস্পতিবার রাতেই দুবাইয়ে এসে পৌঁছোন রাহুল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রবাসী ভারতীয় কংগ্রেস নেতা শ্যাম পিত্রোদা। এদিন দুবাইয়ে ইন্ডিয়ান বিজনেস অ্যান্ড প্রফেশনাল কাউন্সিল, পঞ্জাবি সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গেও বৈঠকে বসেন কংগ্রেস সভাপতি। পরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী শেখ মহম্মদের সঙ্গে দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন রাহুল।

> **আমি এখানে আমার 'মন কি বাত' করতে আসিনি। আমি এসেছি আপনাদের মনের কথা শুনতে।**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ ঃ ব্যবসার ক্ষেত্রে বাড়তি বিনিয়োগ লাভ আনবে। মায়ের পরামর্শ মেনে দাম্পত্যের সমস্যা মেটাতে পারবেন। প্রাপ্তিযোগ। বৃষ ঃ বন্ধ থাকা কোনো কাজ আজ শুরু করলে সফল হবে। নতুন প্রেমের প্রস্তাব পাবেন। মিথুন ঃ ভ্রমণে আনন্দ লাভ। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ব। গানবাজনার বিষয়ে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ। কর্কট ঃ ব্যবসায় অধিক লাভ। কোনো কারণে মানহানি যোগ। মায়ের চিকিৎসায় ব্যয়। সন্তানের চাকুরিপ্রাপ্তিতে আনন্দ। সিংহ ঃ অসৎ কোনো ব্যক্তির চাতুর্যে ক্ষতি। সংসারে অতিথি সমাগম। সাহসী কাজ করে প্রশংসিত। কন্যা ঃ গবেষণায় সাফল্য আসবে। অযথা বিতর্কে জড়িয়ে মানসিক অশান্তি। গৃহসংস্কারে পড়শিদের কাছ থেকে বাধা। তুলা ঃ সাংসারিক জটিলতা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখুন। কর্মজীবন নিয়ে নতুন ভাবনা। পথে চলতে সতর্ক থাকুন। বৃশ্চিক ঃ সরকারি কর্মচারী হলে পদোন্নতির সংবাদ পেতে পারেন। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কেউ কেউ নতুন চাকুরি পেতে পারেন। ধনু ঃ শিল্পী ও প্রযুক্তিবিদের কর্মক্ষেত্রে শুভ ইঙ্গিত আছে। কোনো পুরোনো সম্পদ ক্রয় করে লাভবান হতে পারেন। মকর ঃ আজ ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। দাম্পত্যে তৃতীয় কোনো পক্ষের কারণে সমস্যা। কর্মক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। কুম্ভ ঃ আবেগে বহু ব্যয় এবং সে কারণে সংসারে অশান্তি। বিদেশ গমনের ইচ্ছাপূরণ। মীন ঃ আজ নতুন কোনো সম্পর্ক হতে পারে। চাকুরিক্ষেত্রে উন্নতির আশা রয়েছে। বিদ্যার্থীদের শুভ।

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে আজ শনিবার ইং ১২ জানুয়ারি, ২০১৯, বাং ২৭ পৌষ, ১৪২৫। (ভাঃ ২১), ২৭ পুহ, মুং ৫ জমাদিয়াল আউয়ল, ১২ জানুয়ারি। সূর্যোদয় ঘ ৬।২২।৫৮ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৬।৩০। তিথি (পৌষ শুক্লপক্ষ) ষষ্ঠী দং ৩৯।১৫ রাত্রি ঘ ১০।৫। নক্ষত্র-পূর্বভাদ্রপদ দং ৫।৫০ দিবা ঘ ৮।৪৩। যোগ-বরীয়ান দং ২।৩ দিবা ঘ ৭।১২। করণ-কৈলব দিবা ঘ ৯।০ পরে তৈতিল রাত্রি ঘ ১০।৫। লগ্ন-উদয় ধনু দং ৪।৪৮।৩৪, অস্ত মিথুন দং ৫।৮।৪১। চন্দ্রশুদ্ধ-পূর্বদিনের রাশির। তারাশুদ্ধ-পূর্বদিনের নক্ষত্রের, দিবা ঘ ৮।৪৩ গতে ২।৭।১।৩।৫।৭।৯ ।১০।১২।১৪।১৬।১৮।১৯।২১।২৩। ২৫ নক্ষত্রের। জন্মে-মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অঃ রাহুর বিং গুরুর দশা, দিবা ঘ ৮।৪৩ গতে অঃ শুক্রের বিং শনির দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, দিবা ঘ ৮।৪৩ গতে পাদদোষ, রাত্রি ঘ ১০।৫ গতে দ্বিপাদদোষ। অমৃতযোগ-দিবা ঘ ৭।৬ মধ্যে পুনঃ ৭।৪৯ গতে ৯।৫৭ মধ্যে পুনঃ ১২।৬ গতে ২।৫৮ মধ্যে পুনঃ ৩।৪০ গতে অস্তাবধি। রাত্রি ঘ ১।৪ গতে ২।৫০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-রাত্রি ঘ ২।৫০ গতে ৩।৪৩ মধ্যে। বারবেলা-ঘ ৭।৪৩ মধ্যে পুনঃ ১।৪ গতে ২।২৪ মধ্যে পুনঃ ৩।৪৪ গতে অস্তাবধি। কালরাত্রি -ঘ ৬।৪৫ মধ্যে পুনঃ ৪।৪২ গতে উদয়াবধি। বর্জ্য-দিবা ঘ ৭।১২ গতে রাত্রি ঘ ৭।২৪ মধ্যে পরিঘযোগদোষ। যোগিণী-পশ্চিমে, রাত্রি ঘ ১০।৫ বায়ুকোণে। যাত্রা-নক্ষত্র শুভ, দিবা ঘ ৮।৪৩ গতে অশুভ, যাত্রানাস্তি বারবেলাদিদোষ, দিবা ঘ ৭।১২ গতে পরিঘযোগদিদোষ, দিবা ঘ ৮।৪৩ গতে নক্ষত্রাদিদোষ। শুভকর্ম-দীক্ষা। শ্রাদ্ধ-ষষ্ঠীর একো সপি। আবির্ভাব-শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের (১৫৭তম) আবির্ভাব দিবস। শ্রীমৎসারদানন্দজীর জন্মতিথি (পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী)। তিরোভাব-ঐতিহাসিক শিক্ষাবিদ্ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের প্রয়াণ দিবস (১২ই জানুয়ারি, ১৯৩৪)। অভক্ষ্য-রাত্রি ঘ ১০।৫ মধ্যে নিম্ব পরে তাল ভক্ষণ নিষেধ। বিবিধ-অন্নরূপা ষষ্ঠী।